কে আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছে... নারী নাকি পুরুষ, নাকি উভয়েই?

নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে তৈরি। আল্লাহ্‌র দ্বারা সৃষ্ট হলেও মানুষ বেহেস্তী নয়। যাই হোক , আল্লাহ্ আমাদের স্রষ্টার ছাপ দিয়ে তৈরি করেছেন। প্রতিটি মানুষেরই সহজাত মূল্য রয়েছে-সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত উপহার। আমরা এই মূল্য আয় করি নি বা পাওয়ার যোগ্যও নই। আল্লাহ্ ছেলে বা মেয়ের জন্ম হওয়া অব্দি অপেক্ষা করেন না তাঁর প্রতিমূর্তির ছাপ দিতে। আল্লাহ্‌র চিত্র প্রতিটি শিশুর মধ্যে গভীরভাবে গাঁথা রয়েছে, এই ধারণা আসার শুরু থেকেই রয়েছে। পয়দা ১:২৭ আয়াতে বলে,

মূল শব্দ

imago Dei

আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তির লাতিন শব্দ

"পরে আল্লাহ্ তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ,
তিনি তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন,
সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে।"

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ!

আল্লাহ্‌র কৃত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার চরম পর্যায় ছিল মানুষ সৃষ্টির ঘটনা। পয়দা ১:২৬ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, আইস আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মান করি। (*tselem = ছায়া, প্রতিমূর্তি*) (*demuth* = সাদৃশ্যে) । সৃষ্টির আর কোন কিছু আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি বহন করে না, শুধু মানুষ। প্রতিমূর্তি হওয়ার প্রথম ইঙ্গিত কি?.. "যেন তাহারা সব কিছুর উপরে কর্তৃত্ব করিতে পারে।" নারী ও পুরুষ উভয়েই সৃষ্টির উপর শাসন করবে- একে অপরের উপর নয়। আল্লাহ্ নিজের প্রতিমূর্তি বহনকারী মানুষ দেখে খুশি হলেন এবং বললেন, "সকলই অতি উত্তম।" পয়দা ১:৩১

কিভাবে মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে তৈরি হয়েছে?

আল্লাহ্‌র কি দশটা করে হাত ও পায়ের আঙুল আছে? না! মানুষকে আল্লাহ্‌র মতো করে সৃষ্টি করা হয়েছে এই দিকগুলি দিয়ে, আমরা: রূহানিক, যৌক্তিক, সৃষ্টিশীল, সম্পর্ক প্রিয়, সৃষ্টির সেবাকারী; আমরা ভালবাসতে, উৎসর্গ করতে এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। আমরা আল্লাহ্‌র পক্ষে ধনাধ্যক্ষ হয়ে এই পৃথিবীকে চালাতে পারি। যেমন আল্লাহ্ জানতেন সাতদিনের দিন সৃষ্টি থামাতে হবে, নারী ও পুরুষও থামা, বিশ্রাম নেয়া ও সংবরণ করার উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

মানুষের ভালো গুণাবলি গুলির উৎস আল্লাহ্।

দুই লিঙ্গের মানুষই এমন কাজ বা বৈশিষ্ট্য বহণ করে যা আল্লাহ্‌র নিজের চরিত্রকে প্রতিফলিত করে। আল্লাহ্ যত্ন নেন, সুরক্ষা দেন, প্রয়োজন পূরণ করেন এবং ভালোবাসেন। পুরুষেরা যত্ন নেয়া, সুরক্ষা দেয়া, প্রয়োজন পূরন, ভালোবাসা পারে এবং তাদের পারা উচিত। একইভাবে নারীরাও যত্ন নেয়া, সুরক্ষা দেয়া, প্রয়োজন পূরন, ভালোবাসা পারে এবং তাদের পারা উচিত। যখন আমরা দেখি একজন বাবা ভালবাসার সাথে তার বাচ্চার ডায়াপার পাল্টে দিচ্ছে বা মা তার সন্তানকে কোলে দোল দিচ্ছে , তখন আমরা আল্লাহ্‌র যত্নের একটি ঝলক দেখতে পাই। আবার যখন আমরা দেখি একজন বাবা তার সন্তানকে রক্ষা করতে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে অথবা মা তার সন্তানকে হাত ধরে রাস্তা পার করছে তখন আমরা আল্লাহ্‌র সুরক্ষা প্রদানের চিত্রের একাংশ দেখি।

পয়দায়েশ ৫:১-২ আয়াতে মানুষের উৎসের কথা বলা হয়েছে:
"এই হল আদমের বংশের কথা। মানুষ সৃষ্টি করবার সময় আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর নিজের মত করে সৃষ্টি করলেন; সৃষ্টি করলেন পুরুষ এবং স্ত্রীলোক করে এবং তাঁদের দোয়া করলেন।
সৃষ্টির সময়ে তিনি তাঁদের নাম দিলেন "মানুষ"।"

মূল শব্দ

אדם

আদম- মানবজাতি, মনুষ্যকূল

এই আয়াতে, প্রথম পুরুষের নাম আদম নয়। আদম নারী পুরুষ দুই জনের যৌথ পরিচয়। তারা একত্রে মানুষ জাতির সদস্য, উভয়েই আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি।

উপসংহার

আল্লাহ্ নারী পুরুষ উভয়কেই তার প্রতিমূর্তিতে তৈরি করেছেন। সেই কাণে আমরা উভয়কেই আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি বহণকারী হিসেবে সম্মান করা উচিত ও মূল্য দেয়া উচিত। আল্লাহ্ চান তাঁর লোকেরা সকল লোকের মূল্য বুঝতে পারুক। আমরা যখন এটি করি তখন আমরা আল্লাহ্‌কে সম্মান দেই!

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?